দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 AUG 1995 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩.....

15

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা

সিলেট সরকারী গণগ্রন্থাগার নানা সমস্যার আবর্তে

সালাম মশরুর, সিলেট অফিস ॥ সরকারের অবহেলায় নানা সমস্যায় আক্রান্ত সিলেট সরকারী গণগ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ভবনের ছাদের টিন পুরনো হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি পড়ে মূল্যবান বইপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জরাজীর্ণ ভবনের দরজা-জানালা নষ্ট হয়ে গেছে। পাকা মেঝে ও দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ইঁদুর, তেলাপোকা ও উইপোকার আক্রমণে অনেক মূল্যবান বই ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। গত ১৯ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত পোকাক্রান্ত বইগুলো বাইরের রোদে শুকাতে দেখা যায়। ভাঙ্গা দরজা-জানালা বেঁধে রাখতে হয়।

গ্রন্থাগারে বই রাখার আলমারিগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। নড়বড়ে আলমারিতে বইয়ের স্থান সংকুলান না হওয়ায় স্তূপাকারে বেঁধে নিচে মাটিতে রাখা হয়েছে। গ্রন্থাগারে এখন ৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। গত ৫ বছর যাবত সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদটি শূন্য। বর্তমানে এখানে ৭ হাজার ৪শ' ৫০টি বই রয়েছে। প্রতিদিন ২৫০/৩০০ পাঠক বই, পত্র-পত্রিকা পড়তে আসে। চেয়ারের অভাবে অনেক সময় দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করতে হয়। বৈদ্যুতিক পাখার অভাব। কোন শৌচাগার নেই।

সিলেট শহরের পুরনো মেডিক্যাল সড়কে স্টেডিয়ামের পূর্ব গেটে ক্লাউট ভবনের পাশে অবস্থিত এই ভবনটি এক সময় সরকারী তথ্য কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে কিছুদিন বাংলাদেশ পরিষদ ছিল। ১৯৮২ সালে এটাকে সরকারী গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ৩১মে থেকে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মাসিক ১৩৭ টাকা হারে ভাড়া প্রদান করে আসছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৯৮৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থাগারটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক সিলেটের জেলা প্রশাসকের কাছে ১৯৮৮ সালে উক্ত জমি গ্রন্থাগারের নামে রেজিস্ট্রি করে ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য পত্র দেন। জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেয়া পরিত্যক্ত ভবনসহ উক্ত ভূমি গ্রন্থাগারের নামে আজ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি হয়নি। যার দরুন নতুন ভবন নির্মাণ কাজ সম্ভব হয়নি। জানা যায়, ক'বছর পূর্বে দেশের ৭টি গ্রন্থাগার উন্নয়নে সরকারীভাবে উক্ত গ্রন্থাগারের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল তা দিয়ে রংপুর গ্রন্থাগারের নতুন একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বিভাগীয় শহর সিলেটে সরকারী গণগ্রন্থাগারটির এহেন অবস্থা দুঃখজনক।